ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 4 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৬০ ● কলকাতা ● ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ ● শনিবার ● ১৪ জুন ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

অসমে সাম্প্রদায়িক হিংসা রুখতে 'জিরো টলারেন্স' নীতি হিমন্তের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অসমে সাম্প্রদায়িক হিংসা রুখতে জিরো টলারেন্স নীতি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর তরফে নিরাপত্তাবাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হল, যারা মন্দির অপবিত্র করেছে তাদের কোনওভাবেই রেহাই পাবে না। আততায়ীদের দেখামাত্রই যেন গুলি চালানো হয়। শুধু তাই নয়, এক্স হ্যান্ডেলে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কেও নিশানা

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপাণীর প্রয়াণে প্রধানমন্ত্রীর শোকপ্রকাশ

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন , ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপাণীর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন। বিজয় রূপাণী আমেদাবাদের মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। শ্রী মোদী রূপাণীর কর্মজীবনের কথা তুলে ধরেন। রাজকোট পৌর নিগমে তাঁর কার্যকাল, রাজ্যসভার সাংসদ, গুজরাটে বিজেপির সভাপতি এবং রাজ্য সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

এক্স পোস্টে শ্রী মোদী লিখেছেন :

"বিজয়ভাই রূপাণীজি'র পরিবারের সঙ্গে দেখা হল। এটি কল্পনাতীত যে বিজয়ভাই আমাদের মধ্যে নেই। আমি তাঁকে কয়েকদশক ধরে চিনি। আমরা কঠিন সময়েও একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছি। বিজয়ভাই ছিলেন নম্র ও পরিশ্রমী, দলের আদর্শের প্রতি দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পদোন্নতি হলেও তিনি সংগঠনের বিভিন্ন দায়িত্ব

এরপর ৩ পাতায়

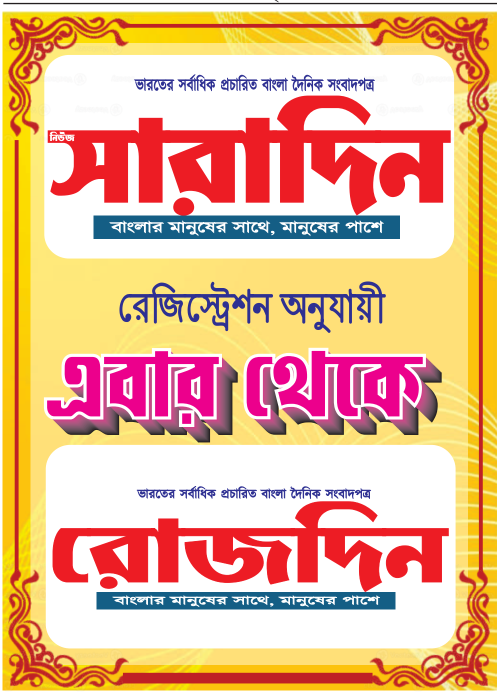

আকাশে থেমে গেল স্বপ্নের উড়ান: আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় মৃত রোশনি রজেন্দ্র সোনঘারে, থমকে গেল এক উদীয়মান তারকার যাত্রা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার বলি ২৪২ জনের মধ্যে এক বিশেষ নাম ছিল—রোশনি রজেন্দ্র সোনঘারে। মাত্র ২৫ বছর বয়সে থেমে গেল এক প্রতিভাবান তরুণীর স্বপ্নযাত্রা। ডোম্বিভলির বাসিন্দা রোশনি ছিলেন এয়ার ইন্ডিয়ার কেবিন ক্রু ও এক জনপ্রিয় ট্র্যাভেল ইনফ্লুয়েন্সার। ইনস্টাগ্রামে তাঁর অনুসরণকারীর সংখ্যা ছাড়িয়েছিল ৫৮ হাজার। প্রতিদিনের জীবনযাপন, ভ্রমণ ও ফ্যাশনের ছবি দিয়ে তিনি অনুপ্রাণিত করতেন বহু তরুণ-তরুণীকে।

জীবনের রঙিন অধ্যায় যেন কেবল শুরুই হয়েছিল। সূত্র অনুযায়ী, রোশনি মারাঠি বিনোদন দুনিয়ায় পা রাখতে চলেছিলেন—একটি ফিচার ফিল্ম ও একটি ওয়েব সিরিজের অফার ছিল তাঁর হাতে। লন্ডন সফর সেরে ফিরে এসে তিনি এই কাজগুলিতে যোগ দেওয়ার কথা ভাবছিলেন। এ ছাড়াও, তিনি বেশ কয়েকটি প্রিমিয়াম লাইফস্টাইল ও ফ্যাশন ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা বলছিলেন—ডিজাইনার পোশাক, জুয়েলারি, বিলাসবহুল পণ্যের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হওয়ার দিকেই এগোচ্ছিলেন।

কিন্তু সব স্বপ্নকে নিমেষে গিলে নিল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

এয়ার ইন্ডিয়ার ড্রিমলাইনারটি শুক্রবার বিকেলে আহমেদাবাদের কাছে ভেঙে পড়ে, আর তার সঙ্গেই শেষ হয়ে যায় রোশনির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ তাঁর সহকর্মী ও ঘনিষ্ঠরা। ইনস্টাগ্রামে একাধিক ফলোয়ার লিখেছেন, "তুমি শুধু ফ্যাশন আইকন নও, তুমি ছিলে আমাদের অনুপ্রেরণা।" আরেকজন লিখেছেন, "তোমার হাসি আর প্যাশন আমাদের মনে চিরকাল থাকবে।এ এক হৃদয়বিদারক ঘটনা—যেখানে প্রতিভা, পরিশ্রম আর স্বপ্ন সবকিছুই থেমে গেল এক যান্ত্রিক বিপর্যয়ের কাছে। জীবনের আশায় ভর করে যে উড়ান রোশনি নিয়েছিলেন, তা হয়ে উঠল তাঁর শেষ যাত্রা।

রোশনি রজেন্দ্র সোনঘারের গল্প কেবল একজন ইনফ্লুয়েন্সারের গল্প নয়, এটা এক নারীর—যিনি নিজের জেদ, পরিশ্রম আর স্বপ্ন দিয়ে আলোকিত করছিলেন চারপাশ। কিন্তু তাঁর জীবন আমাদের মনে করিয়ে দিল, কখন কীভাবে থেমে যেতে পারে এই অস্থায়ী পথচলা, কেউ জানে না।তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। আজকের তরুণ প্রজন্মের কাছে তিনি রয়ে যাবেন এক অনুপ্রেরণার প্রতীক হয়ে।

বিকশিত ভারত কৃষি সংকল্প অভিযান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিকসিত ভারত কৃষি সংকল্প অভিযান ২০২৫ এর পথচলা শেষ হল মালদা জেলায়। গত ২৯ শে মে থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি ১৫ দিনে ঘুরেছে জেলায় মোট ৪০৫টি গ্রাম। এই সময়ের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন হয়েছে ৩৬,৭২০ জন কৃষক ও কৃষাণীর সঙ্গে।

কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের নির্দেশনায় এবং আইসিএআর-এর তত্ত্বাবধানে জেলায় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র (কেভিকে) এবং রাজ্য কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায় এই অভিযান চালানো হয়েছে। মালদা জেলার নয়টি ব্লকের কৃষিপ্রধান গ্রামগুলোতে এই কর্মসূচি নিয়মিতভাবে চলেছে।

প্রতিদিন তিনটি মোবাইল টিম ১২ টি গ্রামে গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেছে, প্রযুক্তি শিখিয়েছে এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে সচেতন করেছে। কোথাও মাঠের পাশে, কোথাও স্কুল প্রাঙ্গণে, আবার কোথাও গ্রামের পাকা রাস্তায় বসানো হয়েছে মিনি কৃষি প্রশিক্ষণ শিবির।

এই অভিযানে কৃষকদের জানানো হয়েছে মাটি স্বাস্থ্য কার্ড, সুষম সার ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু সহনশীল ফসলের গুরুত্ব, ডিজিটাল অ্যাপ ব্যবহার এবং কৃষক সম্মান নিধি, কৃষি বিমা ও কিসান ক্রেডিট কার্ডের সুফল। মহিলা কৃষকদেরও ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায় এই কর্মসূচিতে।

এই ১৫ দিনের ‘বিকসিত ভারত কৃষি সংকল্প অভিযান ২০২৫’-এর সফলতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন মালদা কেভিকে-র প্রধান ডঃ রাকেশ রায়, নিফফেটের বিজ্ঞানী নবীন জোশ ও ডঃ অতুল সিংহ, কৃষি সম্প্রসারণবিদ ডঃ ভিক্টর সরকার, শস্য রক্ষা বিজ্ঞানী ডঃ পারমিতা ভৌমিক, শস্য বিজ্ঞানী ভবানী দাস, ফার্ম ম্যানেজার ডঃ বঙ্কিম রুদ্র ও মৎস্য বিজ্ঞানী ডঃ অদ্বৈত মন্ডল। তাঁদের পাশে থেকে এই কর্মসূচিকে সফল করে তুলেছেন সহায়ক দলের সদস্য শেখ সাহিফুল আলম, অর্ণব রায়, প্রভাত সরকার, যামিনী বর্মন, শচীন সরকার, মোঃ ফিরোজ, অর্ঘ্য সরকার এবং ওয়াসিম বেগ। এ ছাড়াও উদ্যান বিজ্ঞানী ও প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ডঃ শুদ্ধসূচি দাস এবং মোঃ শাহাজান কার্যক্রমের সংগঠনে নিরলস সহযোগিতা করেছেন।

(১ম পাতার পর)

অসমে সাম্প্রদায়িক হিংসা রুখতে 'জিরো টলারেন্স' নীতি হিমন্তের

করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, ধুবরিতে সাম্প্রদায়িক হিংসার সূত্রপাত গত রবিবার। শহরের এক মন্দিরে গোমাংস ছুড়ে ফেলার ঘটনায় রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। রাস্তায় নামে স্থানীয় জনতা। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে কাঁদানে গ্যাসের সেল ছুঁড়তে হয়। মঙ্গলবার থেকে অবশ্য পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিকের দিকে রয়েছে। এলাকায় পরিদর্শন করেন অসম পুলিশের শীর্ষকর্তারা। ধুবরির ডেপুটি কমিশনার দিবাকর নাথ বলেন, শহরের পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে। অশান্তি রুখতে সংবেদনশীল এলাকায় শান্তিরক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছে। হনুমান মন্দিরে গোমাংস ফেলাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক অশান্তি চরম আকার নিয়েছে অসমের ধুবরি এলাকায়। শুক্রবার ওই এলাকা পরিদর্শন করে এসেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। এরইপরই এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'ধুবরিতে গিয়েছিলাম। নিরাপত্তাবাহিনীকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছি আমাদের মন্দির, নামঘর ও পবিত্র স্থানগুলিকে জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছি। যারা ধুবরির হনুমান মন্দিরের গোমাংস ফেলে এসেছে তাদের কোনওভাবে রেহাই দেওয়া হবে না।' একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'একটি বিশেষ গোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে উঠেছে যাদের লক্ষ্য আমাদের মন্দিরগুলি ধ্বংস করা। আমরা দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ জারি করেছি।' পাশাপাশি আরও একটি পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'এবার ইদে কিছু অসামাজিক লোকজন ধুবরির হনুমান মন্দিরে গোমাংস ফেলার মতো ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় অপরাধ করেছে। পরবর্তী ইদে যদি প্রয়োজন পড়ে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মন্দির পাহারা দেব।'

(১ম পাতার পর)

গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপাণীর প্রয়াণে প্রধানমন্ত্রীর শোকপ্রকাশ

সামলেছেন এবং গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।"

"রাজকোট পৌর নিগমই হোক, রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবেই হোক, গুজরাটের বিজেপি সভাপতি হিসেবেই হোক এবং রাজ্য সরকারে ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবেই হোক প্রদত্ত প্রতিটি ভূমিকাতেই তিনি নিজেকে অনন্য করে তুলেছিলেন।"

"বিজয়ভাই যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন আমার তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। তিনি গুজরাটের উন্নয়নের গতিপথকে উন্নত করার জন্য বিশেষ করে 'জীবনযাত্রাকে সহজ করে তোলা'-র ক্ষেত্রে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। আমাদের মধ্যে যে আলাপচারিতা হয়েছিল তা সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই শোকের মুহূর্তে তাঁর পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি আমার সমবেদনা। ওম শান্তি।"

পিএম গতিশক্তির আওতায় নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা গোষ্ঠীর ৯৫ তম বৈঠকে মূল পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির মূল্যায়ণ করা হয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা গোষ্ঠী (এনপিজি)-র ৯৫ তম বৈঠকে মেট্রো রেল, সড়ক, পরিবহণ ও মহাসড়ক এবং লজিস্টিক পার্কের পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই বৈঠকে পিএম গতিশক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যান (পিএমজিএস এনএমপি)-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে মাল্টিমোডাল সংযোগ ও লজিস্টিক দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর আলোকপাত করা হয়।

এনপিজি বৈঠকে একটি মেট্রো রেল প্রকল্প, ২টি সড়ক এবং ২ টি লজিস্টিক পার্কের বিষয়ে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এগুলি সমন্বিত মাল্টিমোডাল পরিকাঠামোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যোগাযোগ গড়ে তুলবে। আন্তঃমোডাল সমন্বয়ে পিএম গতিশক্তি নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এই উদ্যোগগুলি লজিস্টিক দক্ষতা বৃদ্ধি করবে, যাতায়াতের সময় কমাবে এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক সুবিধা প্রদান করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক কোটেশ্বর মেট্রো স্টেশন থেকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের জন্য আমেদাবাদ মেট্রোকে ৬.০৩২ কিলোমিটার সম্প্রসারণের পরিকল্পনার প্রস্তাব দিয়েছে। এই কৌশলগত সম্প্রসারণ শহরে যাতায়াতের গতি বৃদ্ধি করবে। ফলে নিত্যযাত্রী, বিমানবন্দর কর্মী এবং শহরের বাসিন্দাদের বিমানবন্দরে যাতায়াতে সময় কমবে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্যই হল যানজটের সমস্যা দূর করা, যাতায়াতের সময় কমানো এবং গণ পরিবহণের ব্যবহারে উৎসাহ জোগানো। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, আমেদাবাদ পৌর নিগম, আমেদাবাদ নগরোন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, নগরোন্নয়ন ও নগর আবাসন বিষয়ক বিভাগ, আমেদাবাদ জনমার্গ লিমিটেড, এএমটিএস, সবরমতি রিভারফ্রন্ট ডেভেলমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড এই পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। প্রস্তাবিত মেট্রো প্রকল্পটি আমেদাবাদ এবং গান্ধীনগরের মধ্যে

এরপর ৬ পাতায়

লন্ডনে পৌঁছে ফোন করব,' জানিয়েছিলেন অভিশপ্ত বিমানের পাইলট ছেলে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বয়স ৮৮ বছর। বয়সের ভারে আগেই ন্যুব্জমান। এবার ছেলের মৃত্যুসংবাদে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছেন অভিশপ্ত বিমানের পাইলট সুমিত সভরওয়ালের বাবা। জানান, ছেলের সঙ্গে যখন শেষবার কথা হয়, তখন তিনি জানিয়েছিলেন, লন্ডনে পৌঁছে আবার ফোন করবেন।উল্লেখ্য, আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি চালাচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন সুমিত। তাঁর সহকারী ছিলেন ক্লাইভ কুন্দার। সুমিত লাইন ট্রেনিং পাইলট। কেরিয়ারে ৮২০০ ঘণ্টা বিমান চালানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে। আর সহকারী ক্লাইভ ১১০০ ঘণ্টা কাটিয়েছেন কো-পাইলট হিসেবে। দক্ষতার বিচারে এই পরিসংখ্যান যথেষ্ট উজ্জ্বল। আর সেই কারণেই বোধহয় বিমানটি টেক অফের পরই ইঞ্জিনে গন্ডগোলের আভাস পেয়েই এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল বা এটিসি-র যোগাযোগ করেন ক্যাপ্টেন সুমিত। পাশাপাশি নিজেও বারবার বিমানটিকে ফের অবতরণ করানোর চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তীতে এটিসি-র সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিমানটি নিরাপদে অবতরণের বদলে প্রায় ৬০০ ফুট উপর থেকে ভেঙে পড়ে। তাতেই

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

আহমেদাবাদে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনার পর আহতদের সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ আহমেদাবাদে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। স্বজনহারা পরিবারগুলির প্রতি তিনি সহমর্মিতা ব্যক্ত করেন। সেইসঙ্গে, ঐ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের একমাত্র জীবিত ব্যক্তি সহ অন্য আহতদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন তিনি। এই কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁদের প্রতি রাষ্ট্রের অটল সমর্থনের ব্যাপারেও তিনি নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী চলতি ত্রাণ ও উদ্ধারকার্যে প্রকৃত মূল্যায়নের স্বার্থে আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে প্রশাসনের প্রথম সারির কর্তাদের সঙ্গে এক পর্যালোচনা বৈঠকেও পৌরোহিত্য করেন।

এক্স হ্যান্ডলে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "আহমেদাবাদের দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটির একমাত্র জীবিত ব্যক্তি সহ অন্য আহতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। এই কঠিন সময়ে তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে থাকার নিশ্চয়তা দিয়েছি। দেশ তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছে।"

"আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে প্রশাসনের প্রথম সারির কর্তাদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠকেও পৌরোহিত্য করেছি।"

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সাতচল্লিশতম পর্ব)

তাই তো মহিলাদের এই মন্ত্রটি নিয়ম করে প্রতি শুক্রবার পাঠ করার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। ৩. ব্যবসায় চরম উন্নতির স্বাদ মেলে:আপনি কি কোনও ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত? তাহলে বন্ধু প্রতি শুক্রবার লক্ষ্মী মহা মন্ত্রটি পাঠ করতে ভুলবেন না যেন! কারণ এমমনটা বিশ্বাস করা হয় যে এই মন্ত্রচি পাঠ করা শুরু করলে গৃহস্থে মায়ের প্রবেশ ঘটে। ফলে ব্যবসায় একের পর এক সফলতা লাভের সম্ভাবনা যায় বেড়ে। সেই সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যা মিটে যেতেও সময় লাগে না। হে মাতালক্ষ্মী তুমি সকলের ঘরে অচলা হয়ে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

লন্ডনে পৌঁছে ফোন করব,' জানিয়েছিলেন অভিশপ্ত বিমানের পাইলট ছেলে

প্রাণ হারান সুমিত। বিমান সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, যাত্রী এবং ক্রু মেম্বার-সহ ২৪২ জনের মধ্যে ২৪১ জনই প্রাণ হারান। লন্ডনে আর পৌঁছনো হয়নি সুমিতেরও। দুর্ঘটনার দিন সন্ধেতেই নিহত পাইলটের বাড়িতে ছুটে যায় শিব সেনা বিধায়ক দিলীপ লান্ডে। দেখা করেন তাঁর বাবার সঙ্গে। এরপরই তিনি জানান, শেষবার ফোনে ছেলে বলেছিলেন, লন্ডনে পৌঁছে খবর দেবেন। এখানেই শেষ নয়, সুমিতের বাবার কথায়, "এই ঘটনার দিনতিনেক আগেই ছেলে বলেছিল, 'এবার চাকরিটা ছেড়ে দেব। তোমার দেখভাল করব।'" ছেলের বলা কথাগুলো বারবার ঘুরেফিরে আসছে স্মৃতিতে। আর কান্নায় ভেঙে পড়ছেন বাবা। বছর দুয়েক আগেই হারিয়েছেন স্ত্রীকে। এবার ছেলেকে হারিয়ে একেবারে একা হয়ে পড়লেন তিনি। শোকস্তব্ধ সুমিতের বোন-সহ বাড়ির অন্য সদস্যরাও।বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদে টেক অফের ৩০ সেকেন্ড পরই ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭ বিমানটি।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তা নয়ত ঊষার উপাসনায় আমরা নিশাকে স্মরণ করতে বাধ্য হয়েছি কারণ মাতৃকা উপাসনাময় এই যে মহাধর্ম আয়রন এজ নেমে আসার পরেও পৃথিবীতে টিঁকে আছে, তার পথটা কুসুমাস্তীর্ণ হওয়ার কথা ছিল না।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সরল পাইলট গাড়ি, আরও কমল কেষ্টর নিরাপত্তা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অন্দরে বাইরে চাপের মুখে আরও কমল বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের নিরাপত্তা। সম্প্রতি জেলা পুলিশের তরফে তাঁর পাইলট কার প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। একই সঙ্গে কমানো হয়েছে তাঁর নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা। তবে এই নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি অনুব্রত বা বীরভূমের পুলিশ সুপার কেউই।তবে এই নিয়ে মুখ খোলেননি অনুব্রত। কোনও প্রশ্নের জবাব দেননি পুলিশ সুপার অমনদীপও।

বলে রাখি, অনুব্রতর কুকথাকাণ্ডের জেরে ব্যাপক অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল। বিরোধী দলের নেতারা তো বটেই, অনুব্রতর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন দলের নেতারাও। অনুব্রতর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পথে নেমেছে বিরোধী দল বিজেপি। সঙ্গে এই ইস্যুতে বিধানসভার অন্দরেও বিক্ষোভ দেখিয়েছে তারা। দীর্ঘ টানাপোড়েনর পর এই ঘটনায় অনুব্রত পুলিশের সামনে হাজিরা দিলেও তার বিরুদ্ধে এখনও কোনও পদক্ষেপ করেনি প্রশাসন। এমনকী বাজেয়াপ্ত করা হয়নি তাঁর ফোনটিও।জেল থেকে ফেরার পর রাজ্য পুলিশের ওয়াই প্লাস শ্রেণির নিরাপত্তা পান তিনি। তাঁর নিরপত্তায় সশস্ত্র ও লাঠিধারী মিলিয়ে ১৬ জন পুলিশকর্মী মোতায়েন থাকতেন। তার মধ্যে থাকতেন বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কালো পোশাকের পুলিশকর্মীরাও। এছাড়া অনুব্রত মণ্ডল কোথাও গেলে তিনি পেতেন পাইলট কার ও ২টি এসকর্ট গাড়ি। কুকথা কাণ্ড প্রকাশ্যে আসতেই অনুব্রতর নিরাপত্তা কমিয়েছিল জেলা পুলিশ। সূত্রের খবর, সম্প্রতি নতুন করে তাঁর নিরাপত্তা কামনো হয়েছে। তাঁর নিরাপত্তায় মোতায়েন ৪ - ৫ জন পুলিশকর্মীকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। সঙ্গে তাঁর পাইলট কারটিও প্রত্যাহার করে নিয়েছে জেলা পুলিশ।

সিঙ্গুর থানার তৎপরতায় আট ঘন্টার মধ্যে অপহরণকারীদের গ্রেফতার করল পুলিশ

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলি

হুগলি জেলার সিঙ্গুর থানা এলাকার এক মহিলা অভিযোগ কারিনীর অভিযোগের ভিত্তিতে সিঙ্গুর থানার পুলিশ চার অপহরণকারীকে ৮ ঘণ্টার মধ্যে হরিপাল থানার কামরাজপুর থেকে গ্রেফতার করলো। হুগলি জেলা, গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃশানু রায় জানান সিঙ্গুর থানার কামার কুন্ডুর এক মহিলা সিঙ্গুর থানায় অভিযোগ করে জানান যে তার ছেলে শেখ মাফুজকে কাজ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে দুষ্কৃতীরা অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং অভিযোগকারী মহিলার নিকট ফোন মারফত তারা আট লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে, অন্যথায় খুন করে দেয়ার হুমকি দেয়। অভিযোগ পাওয়া মাত্র সিঙ্গুর এবং হরিপাল থানার উদ্যোগে হরিপালের কামরাজপুর গ্রামের এক মাঠ থেকে অপহৃত শেখ মাফুজকে উদ্ধার করেন এবং চার অপহরণকারীকেও গ্রেফতার করে।

আজ শুক্রবার এই চার অপহরণ কারি অভিযুক্ত কে চন্দননগর আদালতে বিচারকের এজলাশে তোলা হলে বিচারক অভিযুক্তদের পাঁচ দিনের পুলিশের হেফাজতের নির্দেশ দেন। এই উপলক্ষে সিঙ্গুর থানায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি হেডকোয়ার্টার্স অগ্নিশ্বর চৌধুরী সিআই প্রশান্ত চ্যাটার্জী সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক বৃন্দ। পুলিশের এই কৃতিত্বে এলাকার মানুষ অত্যন্ত খুশি।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219, (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্তা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ব্রিটেন সফরে ল্যাজেগোবরে ইউনূস! 'দেখা হবে না' বলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী, জুতো-ডিম ছুড়লেন প্রতিবাদীরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইউনূসের ব্রিটেন সফর চলাকালীন বড় কূটনৈতিক ধাক্কা। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নোবেলজয়ী ইউনূসের সঙ্গে এখন দেখাই করতে চাইলেন না ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী । কিয়ের স্টার্মারের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন স্বয়ং ইউনূসই। ব্রিটেনের সংবাদপত্র 'ফিনান্সিয়াল টাইমস' সূত্রে দাবি, প্রধানমন্ত্রী স্টার্মারের এখন ইউনুসের সঙ্গে দেখা করার কোনও পরিকল্পনা নেই।প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বিক্ষোভকারীরা ইউনূসের কনভয়ের উপর জুতো ও ডিম ছোড়ে। এঁদের মধ্যে এমন কিছু বাংলাদেশি নাগরিক ছিলেন যাঁরা ইউনূসের ক্ষমতায় আসার পর ব্রিটেনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। আওয়ামি লীগের ব্রিটেন শাখার তরফে ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে একটি চিঠিও পাঠানো হয়। এই চিঠিতে ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে, তারা যেন ইউনুস প্রশাসনকে স্বীকৃতি না দেয়। চিঠিতে বলা হয়েছে, এখন বাংলাদেশ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, রাজনৈতিক দমন-পীড়ন চরমে উঠেছে। মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, মেয়েদের ওপর নির্যাতন চলছে। এখন ইউনূসকে কোনও ধরনের সহযোগিতা করা বাঞ্ছনীয় নয়।হাসিনা সরকারের আমলে ব্রিটেনে কোটি কোটি টাকা পাচারের অভিযোগের তদন্ত করছে বাংলাদেশ। তাই নিয়েই নাকি স্টার্মারের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন ইউনূস। সে-সব চেষ্টাই জলে। স্টার্মার এখন দেখা করতেই চান না তাঁর সঙ্গে। 'চুরি হওয়া টাকা ' নিয়ে এখন কোনও আলোচনায় আগ্রহী নয় ব্রিটেন, পরিষ্কার জানানো হয়েছে। যদিও, ইউনূস এই বিষয়ে বেশি ব্যাখ্যা দিতে চাননি।

চার দিনের ব্রিটেন সফরে রয়েছেন মহম্মদ ইউনূস। বুধবার ইউনূস ব্রিটেনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জোনাথন পাওয়েলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাংলাদেশের স্থানীয় মিডিয়াতে ইউনূসের এই ব্রিটেন সফর নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা ও প্রচার দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশের একাধিক সংবাদমাধ্যমেই দাবি করা হয়, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন ইউনূস। কিন্তু স্বয়ং ইউনুসই একটি ব্রিটিশ সংবাদপত্রকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, স্টার্মার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে রাজি হননি। ইউনূস জানিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে স্টার্মারের সরাসরি কথা হয়নি। কিন্তু আশা রাখছেন, পাচার হওয়া চুরির টাকা ফেরত পেতে সাহায্য করবে ব্রিটেন। বাংলাদেশে চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদ

ইউনূস ব্রিটেনে পৌঁছানো মাত্রই লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দর এবং তাঁর হোটেলের বাইরে শত শত বিক্ষোভকারী প্রতিবাদ দেখান। এর আগে ব্রিটেনের মাটিতে বিক্ষোভের মুখে পড়েন বাংলাদেশের উপদেষ্টা সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনূস। মঙ্গলবার সকালে লন্ডনে তাঁর হোটেলের বাইরে কালো পতাকা দেখিয়ে 'গো ব্যাক' স্লোগান দিতে দেখা যায় লন্ডনে বসবাসকারী আওয়ামি লিগের কর্মী-সমর্থকদের। বিক্ষোভের মুখে পড়েন ইউনূসের প্রেস সেক্রেটারি শফিকুল আলমও। ব্যানারে লেখা স্লোগানে দাবি করা হয়, তাঁর আমলেই বাংলাদেশে অরাজকতা, মৌলবাদ, হিংসা চরমে উঠেছে। হত্যা করা হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের মানুষদের। সেই সঙ্গে দাবি করা হয়, হিন্দু পুরোহিত চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হোক এবং ইউনূসকে জেলে পাঠানো হোক।

(৩ পাতার পর)

পিএম গতিশক্তির আওতায় নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা গোষ্ঠীর ৯৫ তম বৈঠকে মূল পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির মূল্যায়ণ করা হয়েছে

যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করবে এবং সুস্থায়ী নগরোন্নয়নের পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন ও দ্রুত যাতয়াতের সুবিধা প্রদান করবে।

সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক মহারাষ্ট্রের আসন্ন বধবন বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য এনএইচ-২৪৮ এস বরাবর ৮ লেনের সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা প্রস্তাব দিয়েছে। এই কৌশলগত পরিকাঠামোর লক্ষ্য হল দ্রুত পণ্য পরিবহণের সুবিধা নিশ্চিত করা এবং আগামী দিনে এই বন্দরটিকে বিশ্বের মধ্যে অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা। প্রথম পর্যায়ে এই বন্দরে ১৫ মিলিয়ন টিইইউ-এর কন্টেইনার পণ্য পরিবহণে সক্ষম করে তোলা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে তা ২৩.২ মিলিয়ন টিইইউ-এ সম্প্রসারণে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ৫৭,৩২৯ টি যাত্রীবাহী গাড়ি ইউনিট (পিসিইউ) চলাচল করবে এখানে। একসঙ্গে প্রচুর মালবাহী কন্টেইনার নিয়ে যাওয়ার সুবিধার জন্য এর সঙ্গে সংযুক্ত রেল ও সড়ক করিডর তৈরি করা হচ্ছে। মূল অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে ১২ কিলোমিটার মুম্বই-দিল্লি পশ্চিম রেলপথ, ২১ কিলোমিটার দিল্লি- মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ে (এনই-৪) এবং ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ ৪৮ নম্বর জাতীয় মহাসড়ক (এনএইচ ৪৮) সম্প্রসারণ। এই প্রকল্পগুলি দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ে এবং এনএইচ ৪৮ – এর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করবে। ফলে আগামী দিনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য একটি কৌশলগত প্রবেশদ্বার হিসেবে বধবন বন্দরের ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক যোধপুর শহরে মহামন্দির থেকে আখালিয়া চৌরাহা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি ৪ লেনের এলিভেটেড করিডর নির্মাণের পরিকল্পনার প্রস্তাব দিয়েছে। এনএইচ ৬২ এবং এনএইচ ১২৫ বরাবর কৌশলগতভাবে সংযুক্ত এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল রাজস্থানের ব্যস্ততম শহর করিডরগুলির মধ্যে যানজটের সমস্যা দূর করা এবং শহরে যাতায়াতের গতি বৃদ্ধি করা। এর পাশাপাশি মন্ত্রক তেলেঙ্গানায় মেদক জেলার মনোহরাবাদ মন্ডলের পারকিবন্দা গ্রামে একটি মাল্টিমোডাল লজিস্টিক পার্ক তৈরির প্রস্তাব দিয়েছে। ৩১৫ একর জমিতে এই পার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্য হল নির্বিঘ্নে পণ্য পরিবহণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা। একই সঙ্গে মন্ত্রক বিহারের পাটনা জেলায় ফতুয়া তালুকায় অবস্থিত জৈতিয়া গ্রামে আরও একটি মাল্টিমোডাল লজিস্টিক পার্ক তৈরির প্রস্তাব দিয়েছে। ১০৬.১৯ একর জায়গা জুড়ে এই পার্ক গড়ে তোলা হবে। পাটনা বিমানবন্দর থেকে ৩০ কিলোমিটার, আইএসবিটি পাটনা (জিরো মাইল) থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে গড়ে উঠতে চলা এই লজিস্টিক পার্ক আগামী দিনে একটি শক্তিশালী মাল্টিমোডাল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। পাটনা – গয়া রেললাইনের কাছে (৯ কিলোমিটার দূরে) এই মাল্টিমোডাল লজিস্টিক পার্ক এনএইচ ১৩১ জি, এনএইচ ৩১, এনএইচ ১৩৯, এনএইচ ২২, এনএইচ ১১৯ ডি এবং রাজ্য মহাসড়ক – ১ (এসএইচ ১) এর মাধ্যমে প্রধান পণ্যবাহী করিডরগুলিতে সরাসরি প্রবেশাধিকারের সুযোগ করে দেবে। এই রুটগুলি পার্কটিকে পাটনা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের মতো গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যুক্ত করবে।

শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উন্নয়ন বিভাগ (ডিপিআইআইটি) বিভাগের যুগ্ম সচিব শ্রী পঙ্কজ কুমারের পৌরোহিত্যে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সিনেমার খবর

পারিশ্রমিক ছাড়াই যে ছবিতে অভিনয় করেছিলেন অমিতাভ

স্টাফ রিপোর্টার রোজদিন

বলিউডের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে অসংখ্য হিট ছবিতে অভিনয় করেছেন কিংবদন্তি অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। প্রতিটি ছবির সঙ্গেই জড়িয়ে আছে কোনো না কোনো আকর্ষণীয় ঘটনা। এমনই একটি ছবি হলো ২০০৫ সালের আলোচিত সিনেমা 'ব্ল্যাক' যা পরিচালনা করেছিলেন সঞ্জয় লীলা বনশালি।

এই ছবির জন্য বিগ বি কোনো পারিশ্রমিকই নেননি, এমনকি এটি তুর্কি ভাষায় রিমেকও হয়েছিল। ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, মাত্র ২২ কোটি টাকা বাজেটে নির্মিত 'ব্ল্যাক' ছবিটি বক্স অফিসে ৬৬ কোটি টাকা আয় করেছিল, যা সেই সময়ে একটি বিশাল সাফল্য ছিল। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে, এই ছবির জন্য অমিতাভ বচ্চন এক টাকাও পারিশ্রমিক নেননি।

একবার অমিতাভ নিজেই জানিয়েছিলেন, তিনি সঞ্জয় লীলা বনশালীর কাজের প্রতি এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে কেবল এই ছবির অংশ হতে চেয়েছিলেন। তার কাছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাই তিনি পারিশ্রমিক গ্রহণ করেননি।

'ব্ল্যাক' ছবিটি শুধু বাণিজ্যিকভাবে সফলই ছিল না, সমালোচকদের কাছেও ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছিল। ২০০৫ সালে টাইম (ইউরোপ)-এর ১০টি সেরা ছবির তালিকায় এটি পঞ্চম স্থান লাভ করে। এছাড়াও আইএমডিবি এর রিপোর্ট অনুযায়ী, এই ছবিটি মোট ৫৭টি পুরস্কার জিতেছিল, যা এর ব্যতিক্রমী মান প্রমাণ করে।

ক্ষমা চাইবেন না কমল হাসান

স্টাফ রিপোর্টার রোজদিন

ভারতের তামিলনাড়ুর অভিনেতা-রাজনীতিবিদ কমল হাসান কর্ণাটক হাইকোর্টে তার অবস্থান ধরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কন্নড় ভাষা তামিল ভাষা থেকে জন্মগ্রহণ করেছে এমন মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তিনি। যা তীব্র বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

অভিনেতা এখন কর্ণাটকে তার ছবি থাগ লাইফ মুক্তি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

অভিনেতার আইনজীবী আদালতে বলেছেন, কমল হাসান কন্নড়ের

প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল এবং এর চেয়ে বেশি কিছু বলার নেই। তিনি ক্ষমা চাইতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। যার জবাবে আদালত বলেছে, এটা তার অহংকার।

হাসানের আইনজীবী আরও বলেন, আমাদের এখনই নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই কারণ আমরা মুক্তি পাচ্ছি না, আমরা চলচ্চিত্র চেম্বারের সাথে আলোচনা করব।

আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেন যে হাসানের বক্তব্য কর্ণাটকে অস্থিরতা তৈরি করেছে। এ বিষয়ে ১০ জুন আবার শুনানি হবে।

মানুষের অনুভূতিতে আঘাত করার জন্য বাকস্বাধীনতার অধিকারের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট কমল হাসানকে সতর্ক করার পরেও তিনি ক্ষমা চাইতে অস্বীকৃতি জানান।

সুস্থ জীবনের জন্য নতুন পথ বেছে নিয়েছেন কাপুর

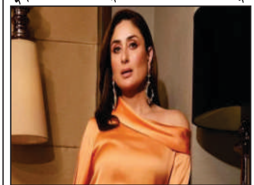

স্টাফ রিপোর্টার রোজদিন

স্বামী বলিউড অভিনেতা সাইফ আলী খানের ওপর দুর্বৃত্তের হামলার পর কারিনা কাপুর খান বেরিয়ে এসেছেন চেনা জীবনের ছক থেকে। যার সঙ্গে পুরোনো কারিনাকে মেলানো কঠিন। এই বলিউড অভিনেত্রীর কথায়, সময়ের প্রয়োজনে নিজেকে বদলেছেন তিনি।

তারকাখ্যাতির কারণেই অভিনয় জগতের অন্যদের মতো করে পথচলা শুরু করেছিলেন। কিন্তু যখন বুঝলেন, এই খ্যাতি ও জৌলুসময় জীবনের কোনো না কোনো সময় ইতি টানতে হয়, তখন থেকেই নতুনভাবে পথচলার কথা ভেবেছেন। ঘর-সংসার আর মাতৃত্বের কারণে আগের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে গেছে তার।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম আজকাল সূত্রে জানা গেছে, যেদিন সাইফ আলী খানের ওপর দুর্বৃত্তের হামলা হয়, সেদিনও নৈশপার্টিতে মত্ত ছিলেন কারিনা। প্রথমে এই খবর ছড়িয়েছিল সিনেমা অঙ্গনে। যদিও পরে তদন্ত রিপোর্টে জানা যায়, সেদিন সাইফ-কারিনা একসঙ্গেই বাড়িতে ছিলেন। তবুও স্বামীর ওপর হামলা হওয়ায় নিজের জীবনযাপনে পরিবর্তন এনেছেন কারিনা।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী বলেছেন, বর্তমানে আমি দেখি একের পর এক অভিনেতা সাফল্যের পেছনে দৌড়াচ্ছে। আমি মনে করি, সৌভাগ্যক্রমে আমি এ জায়গা থেকে বেরিয়ে এসেছি। এখন আমার নির্দিষ্ট সময়সূচি রয়েছে। আমি সন্ধে ছ'টার সময় রাতের খাবার খেয়ে ফেলি এবং রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ ঘুমিয়ে পড়ি। কারণ আমি খুব সকালে উঠে ব্যায়াম করি। খুব একটা পার্টিতেও যাই না। আমার বন্ধুরা এখন আমার কাছ থেকে বেশি কিছু আশা করে না। তারা জানে আমি বাড়িতে খুব ভলিউম দিয়ে টিভি দেখছি। কিন্তু হঠাৎ এই পরিবর্তনের কারণ কী?

কারিনা জানান, সুস্থ জীবনের জন্য এ পথ বেছে নিয়েছেন তিনি। সাইফের ওপর হামলার পর থেকে বদল এসেছে পতৌদি পরিবারের জীবনযাত্রায়। দুই ছেলে তৈমুর ও জেহকে পাপারাজ্জিদের ক্যামেরা থেকে দূরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সাইফ-কারিনা। বেড়েছে তাদের নিরাপত্তাও।

অভিনেত্রীর এ কথা থেকে স্পষ্ট, পুরোনো খোলস থেকে তিনি চিরতরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের লক্ষ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার দরকার ২৮২

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘ ২৭ বছরের শিরোপা খরা কাটাতে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে বিশাল চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। ইতিহাস গড়তে হলে লর্ডসের ঐতিহাসিক মাটিতে তাদের করতে হবে ২৮২ রান, হাতে রয়েছে আড়াই দিনের মতো সময়।

শেষবার ১৯৯৮ সালে আইসিসির কোনো ট্রফি জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা, সেটিও ছিল চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। এরপর বহুবার সুযোগ এলেও বারবার ব্যর্থতায় ম্লান হয়েছে প্রোটিয়াদের সাফল্যগাথা। আইসিসির বিভিন্ন টুর্নামেন্টে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলেও শিরোপার মুখ দেখা হয়নি, বরং 'চোকার' তকমা গায়ে লাগিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে।

সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেও ভারতের কাছে হেরে শিরোপা হাতছাড়া করে

দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে এবার আবার সামনে সুযোগ – টেস্ট ক্রিকেটের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ মঞ্চে চ্যাম্পিয়নের মুকুট ছিনিয়ে আনার।

অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে ২১২ রানের সংগ্রহ গড়ে। জবাবে মাত্র ১৩৮ রানে গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস। এরপর ৭৪ রানের লিড নিয়েই দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করে অজিরা। দ্বিতীয় দিন শেষে তাদের সংগ্রহ ছিল ৮ উইকেটে ১৪৪ রান, লিড দাঁড়ায় ২১৮।

তৃতীয় দিনের শুরুতে দ্রুতই নাথান লায়নকে (২) এলবিডব্লিউ করেন কাগিসো রাবাদা। কিন্তু এরপর প্রোটিয়াদের স্বপ্নে বড় ধাক্কা দেন মিচেল স্টার্ক ও জশ হ্যাজলউড। শেষ উইকেট জুটিতে তারা গড়ে ফেলেন ৫৯ রানের এক দুর্দান্ত পার্টনারশিপ। যেখানে স্টার্ক খেলেন অপরাজিত ৫৮ রানের কার্যকর ইনিংস।

শেষ পর্যন্ত এইডেন মার্করাম হ্যাজলউডকে (১৭) আউট করে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস থামান ২০৭ রানে। এতে দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ২৮২ রানের।

প্রোটিয়াদের হয়ে রাবাদা ৪ উইকেট ও এনগিডি ৩ উইকেট নেন। ব্যাট হাতে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস গঠনে সবচেয়ে বড় অবদান আসে স্টার্কের ব্যাট থেকে।

এই টেস্টে ইতোমধ্যেই দুই দিনে পড়েছে ২৮ উইকেট। এমন উইকেটে এই লক্ষ্য তাড়া কতটা সম্ভব হবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা জানে, এবার সুযোগ হাতছাড়া হলে ফের ইতিহাসের পাতায় শুধুই আক্ষেপ লেখা থাকবে।

ইসুগোকে দলে ভেড়ালো চেলসি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পর্তুগিজ মিডফিল্ডার ডারিও ইসুগোকে স্পোর্টিং লিসবন থেকে ১৮ মিলিয়ন পাউন্ডে দলে ভিড়িয়েছে চেলসি।

২০ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার গত মৌসুম স্প্যানিশ ক্লাব লাস পালমাসে ধারে কাটিয়েছেন। লাস পালমাস রেলিগেটেড হয়ে লা লিগা থেকে নেমে গেছে। এ মাসের মাঝামাঝিতে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠেয় ক্লাব বিশ্বকাপে ইসুগো ব্লুজদের হয়ে মাঠে নামবেন।

স্পোর্টিংয়ের একাডেমি থেকে উঠে আসা ইসুগো ২০২১ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে সিনিয়র দলের হয়ে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নেমে ক্লাবের ইতিহাসে রেকর্ড গড়েছিলেন।

এর আগে মার্চে ইসুগো ও গিওভানি কুয়েন্ডার চুক্তির বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ২০২৫/২৬ মৌসুমের শেষ পর্যন্ত কুয়েন্ডা স্পোর্টিংয়ে থাকবেন।

আগামী দিনগুলোতে ট্রান্সফার মার্কেটে ব্যস্ত থাকার ইঙ্গিত দিয়েছে চেলসি। ইতোমধ্যেই ইপসউইচ স্ট্রাইকার লিয়াম ডিলাপকে ৩০ মিলিয়ন পাউন্ডে দলে নেবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ব্লুজরা।

বন্ধু নাকি শত্রুর সতীর্থ হবেন মডরিচ, ডাকছে ইতালির জায়ান্টও

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রিয়াল মাদ্রিদ ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন লুকা মডরিচ। আগামী সেপ্টেম্বরে ৪০ বছর বয়সে পা রাখবেন তিনি। কিন্তু আগামী বছরের বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্নে অবসরের ভাবনা এখনো মাথায় আনেননি এই ক্রোয়াট মিডফিল্ডার।

রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ক্লাব বিশ্বকাপ খেলে নতুন কোন ঠিকানা খুঁজে নিতে হবে মডরিচের। বয়স হলেও আরও এক বছর খেলে যাওয়ার মতো ফিটনেস আছে তার। যে কারণে বেশ কয়েকটি ক্লাবে খেলার সুযোগ আছে সামনে।

এই যেমন বন্ধু ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর খেলা সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরে যোগ দিতে পারেন তিনি। যদিও আল নাসরে রোনালদোরই চুক্তি শেষ। তবে ক্লাবটি ওই চুক্তি নবায়ন করতে চায়। মডরিচকে নিতেও আগ্রহী প্রো লিগের ক্লাবটি।

ওদিকে লিওনেল মেসি দীর্ঘদিন মডরিচদের শত্রু শিবির বার্সেলোনায় খেলেছেন। বর্তমানে আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার খেলছেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। ওই মায়ামি আবার মডরিচের বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখছে। মেজর লিগে যাওয়াও সাবেক হতে যাওয়া রিয়াল মিডফিল্ডারের জন্য একটা

অপশন।

তবে মডরিচের জন্য আকর্ষণীয় প্রস্তাব নিয়ে হাজির হতে পারে ইতালির জায়ান্ট এসি মিলান। ফ্রি এজেন্টে ক্রোয়াট মিডফিল্ডারকে দলে নিতে চায় দলটি। ইতালির সংবাদ মাধ্যম লা গেজেত্তো দেল্লো স্পোর্টস দাবি করেছে, এসি মিলানের পরিচালক ইগ্গি তারে কিংবদন্তি মিডফিল্ডার মডরিচকে দলে নিতে আগ্রহী। দলটির নতুন কোচ হতে যাওয়া ম্যাক্সিমিলিয়ানো আলেগ্রির তাতে সম্মতি আছে।

এর বাইরে মডরিচের সামনে আরও একটি ক্লাবে খেলার সুযোগ আছে। ইংল্যান্ডের চ্যাম্পিয়নশিপ অর্থাৎ দ্বিতীয় বিভাগে খেলা দল সোয়ানসি সিটিতে যেতে পারেন তিনি। মডরিচ সোয়ানসি সিটির একজন অংশীদার। নিজের মালিকানাধীন ক্লাবে গিয়ে প্রিমিয়ার লিগে ফেরানোর চ্যালেঞ্জ নিতে পারেন তিনি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR